উপস্থিত

বিচারপতি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার
ও
বিচারপতি জনাব কে এম হাফিজুল আলম

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং- ৩২৮০৪/২০১৬

ডা: কাজী মো: এমদাদুল হক (অবসরপ্রাপ্ত)

..... আসামী-পিটিশনার

বনাম

রাষ্ট্র এবং অন্য একজন

..... প্রতিপক্ষ

জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব আলী, অ্যাডভোকেট

.....পিটিশনকারীর পক্ষে

মিসেস রোনা নাহারিন, ডিএজি-এর সঙ্গে

জনাব এ কে এম আমিন উদ্দিন, ডিএজি এবং

মিসেস হেলেনা বেগম (চায়না), এ.এ.জি

..... রাষ্ট্র- প্রতিপক্ষের পক্ষে

জনাব মো: সাজ্জাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট

..... দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে

শুনানি এবং রায় প্রদানের তারিখ: ৩১.০৭.২০১৮

বিচারপতি জনাব মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার,

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৬১এ এর অধীনে আসামী পিটিশনারের একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫(২) সহ কার্যবিধির ৪০৯/১০৯ ধারায় ২৯.০৯.২০১০ তারিখের আশুলিয়া থানা মামলা ৬১নং মামলার সাথে সম্পর্কিত ২০১৫ সালের বিশেষ মামলা নং-২

হতে উদ্ভূত ২০১৬ সালের ৫নং বিশেষ মামলা যা বর্তমানে বিজ্ঞ ঢাকা জেলার বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতে বিচারাধীন তা কেন বাতিল করা হবে না এবং/অথবা এই আদালত যথাযথ বলে মনে হতে পারে এমন অন্যান্য বা পরবর্তী আদেশ বা আদেশ পাস করা উচিত প্রতিপক্ষগণকে তার কারণ দর্শানোর জন্য এ রুলটি জারী করা হয়েছে।

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলাটি সংক্ষেপে এই যে, মোঃ নাজিম উদ্দিন, উপ-সহকারী পরিচালক, বিশেষ তদন্ত ও তদন্ত-১, দুর্নীতি দমন কমিশন, হেড কোয়ার্টারে, ঢাকা এজহারকারী হয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫ (২) এর অধীনে আশুলিয়া থানায় ২৯.০৯. ২০১০ তারিখের এফআইআর নং-৬১ দায়ের করে আসামী-পিটিশনার ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরে জনাব মোঃ ইউসুফ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা কার্যালয়ে অ্যাকাউন্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত থেকে প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য মালামাল যথা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, ডিম,দুধ, কলা এবং গাছ বিক্রয় তথা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়লব্ধ নগদ ৭,১০,২২৮ টাকা গ্রহণ করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা করার জন্য অত্র অফিসের রেজিষ্ট্রার খাতা এবং রশিদ বইয়ে স্বাক্ষর প্রদান করলেও তিনি অত্র দপ্তরের ব্যাংক একাউন্টে কোন অর্থ জমা প্রদান করেননি। আরও অভিযোগ করা হয় যে, বর্তমান আসামী আবেদনকারী ড. কাজী মোঃ এমদাদুল হক, মহাপরিচালক ও যৌথভাবে রেজিস্টার এবং নগদ ভাউচার বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেননি। সুতরাং এটি প্রতীয়মান হয় যে, অর্থ জমা দেওয়ার পরিবর্তে

আসামীরা একে অপরের সাথে মিলে একসাথে তা আত্মসাৎ করেন। ফলে, এফআইআর দায়ের করা হয়।

তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, ১১.০৭.২০১১ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক প্রমাণ পেয়ে আসামী-পিটিশনার এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারার সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫ (২) ধারায় ১১.০৭.২০১১ তারিখের ৩০ নং অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

অভিযোগপত্র প্রাপ্তির পরে বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ ১৪.০৮.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আসামী-আবেদনকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করেন।

আসামী-আবেদনকারী উক্ত কার্যক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার অধীনে এই আদালতে একটি আবেদন দাখিল করেন এবং একটি স্থগিতাদেশ সহ রুল প্রাপ্ত হন। শুনানীর শুরুতে, আসামী-আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব আলী বলেন যে, আসামী-পিটিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর-এ সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই এবং তাই আদালতের কার্যধারার অপব্যবহার রোধ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে অভিযোগকৃত কার্যক্রম বাতিলযোগ্য। তারপরে তিনি আরো বলেন যে, এফআইআর, চার্জশিট, জব্দ তালিকা এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য তথ্যাদিতে আসামী-আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও

অপরাধের অভিযোগ গঠিত হয় না এবং তাই এই মামলার কার্যক্রমের অগ্রগতি বন্ধ হওয়া দরকার এবং উক্ত কার্যক্রম বাতিলযোগ্য।

তিনি সর্বশেষে বলেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯ ও ২০ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৮ এবং ১১ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশন আসামী-আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার ও জবানবন্দি নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা আসামী-আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার ও জবানবন্দি নেওয়ার জন্য কোনও কার্যক্রম গ্রহণ করেননি এবং তাই মামলার কার্যক্রমের অগ্রগতি হলে তা আদালতের কার্যক্রমের অপব্যবহার হবে এবং তাই উক্ত কার্যক্রম বাতিলযোগ্য।

অন্যদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন বক্তব্য পেশ করেন যে, এফআইআর এবং চার্জশিট আসামী-আবেদনকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণাদিগুলো খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে; তদন্তের সময় দেখা গেছে যে, ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে প্রাণিসম্পদ এবং অন্যান্য মালামাল বিক্রয় করে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ৭,১০,২৮৮/৯২ টাকা প্রাপ্ত হলেও তা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার পরিবর্তে অন্যান্য আসামীদের সহায়তায় আসামী-পিটিশনার আত্মসাৎ করেন, ফলে রুলটি খারিজযোগ্য।

তারপরে তিনি বলেন যে, আসামী-আবেদনকারী দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫ (২) সহ ৪০৯/১০৯ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন; তার মামলা প্রমাণের জন্য প্রসিকিউশনের পর্যাপ্ত প্রমাণ এবং

তথ্যাদি রয়েছে তবে আসামী-আবেদনকারী কেবল বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার জন্য মামলা বাতিলের এই আবেদন করেছেন এবং তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই আদালতের জারি করা রুলটি খারিজ হওয়া সমীচীন।

রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল মিসেস রোনা নাহরিন, দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের বক্তব্য গ্রহণ করেন।

আমরা ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার অধীনে আনীত আবেদনটি পড়ে দেখেছি এবং এর সাথে যুক্ত প্রসিকিউশনপক্ষের তথ্যাদি পর্যালোচনা করেছি। আমরা আসামী আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব আলীর বক্তব্য এবং দুর্নীতি দমন কমিশন তথা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন এর বক্তব্য শ্রবণ করেছি। এফআইআর-এর সরল পাঠ থেকে দেখা যায় যে, অভিযোগটি একজন সরকারী কর্মচারীর দ্বারা জনসাধারণের অর্থের অপব্যবহার সম্পর্কিত যার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ৫ (২) এর অধীনে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধগুলি হল দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ এবং তাই বিশেষ জজ আদালতে এই মামলার বিচার করা উচিত, সুতরাং এই মামলা খারিজ করার কোনও ভিত্তি নেই।

মামলার তদন্ত প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা যায় যে, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা অর্থাৎ এফআইআর এর ১নং আসামি ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ এবং অন্যান্য মালামাল বিক্রয় করে ৭,১০,২২৮/- টাকা প্রাপ্ত হন যা তিনি ও আসামীরা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার পরিবর্তে একে অপরের সাথে আঁতাত করে আত্মসাৎ করেন। যাহোক, চার্জশিট অনুসারে, বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ বিচারক পূর্বোক্ত ধারার অধীনে আসামী-আবেদনকারী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। আসামী-আবেদনকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পর্কিত প্রশ্ন যা মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেওয়া সাপেক্ষে বিচারিক আদালতের সামনে প্রমাণ হওয়া দরকার। এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘটনা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করতে পারে না। অধিকন্তু, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫ (২) এর সাথে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধগুলির বিচারের ক্ষেত্রে ঘটনার তারিখ নির্বিশেষে এই জাতীয় সকল অপরাধের জন্য আসামী ব্যক্তির বিচার ফৌজদারি আইন সংশোধন আইন, ১৯৫৮ এর ধারা ৬(১বি) অনুসারে করা যেতে পারে। উপরোক্ত আইনের ৬(১বি) ধারায় বলা হয়েছে যে, “A person accused of more offences than one punishable under this Act, may be tried at one trial for all such offences.”

এগুলি ছাড়াও, অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক গৃহীত যে কোনও আদেশ বিচারিক আদালতে বিবেচনার বিষয় নয়। আমরা

অভিযোগ গঠনের আদেশও পড়ে দেখেছি। আসামী-আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২২ এর বিধান অনুসরণ করে অভিযোগ গঠন করা হয়নি। এটি পর্যালোচনা করে এটি স্পষ্ট হয় যে, বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ যথাযথভাবে অভিযোগ গঠন করেছিলেন। অভিযোগ গঠনের আদেশে আমরা কোনও অবৈধতা বা অযোগ্যতা খুঁজে পাই না। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি এবং আইনের বিধান বিবেচনা করে আমরা রুলটির কোনও গুনাগুন পাই না। তদনুসারে, রুলটি খারিজ করা হলো।

রুলটি জারির সময় মঞ্জুরকৃত স্থগিতাদেশ নামঞ্জুর করে তা বাতিল করা হলো ।

বিচারিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারককে আইন অনুসারে মামলাটি পরিচালনা করার এবং এই রায় ও আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামলার বিচার শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল।

এই রায় ও আদেশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের কাছে প্রেরণ করা হউক।

কে এম হাফিজুল আলম, বিচারপতি

আমি একমত

দায়বর্জন বিবৃতি **(DISCLAIMER)**

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে ‘আমার ভাষা’ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।